পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবাস-গৃহে, ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্তন, মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব এবং অদ্বৈত আচার্যকে আহ্বানছলে নিজ অবতার-মর্ম প্রকাশ, নিত্যানন্দের স্বহস্তে নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভঙ্গ, শ্রীবাসের আচার্যত্বে নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা-লীলা, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন, নিত্যানন্দের মূর্ছা, নিত্যানন্দের স্বরূপ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব, ব্যাসপূজায় কীর্তনানন্দ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলাকালে একদিবস নিত্যানন্দ-সমীপে ব্যাসপূজার প্রস্তাব জানাইলে নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা সম্পাদনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তাদৃশ গুরুতর কার্যের ভারগ্রহণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত পরমানন্দে তাহার অনুমোদন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাক্যে আনন্দিত হইয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাসপূজার অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু বলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়া খট্টোপরি উপবেশন পূর্বক নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বলদেবের হস্তস্থিত হল ও মুষল প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার হস্তে হল-মুষল প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ নিজ কর মহাপ্রভুর করে স্থাপন করিলে কেহ কেহ হল-মুষল প্রত্যক্ষ করিলেন, কেহ বা কেবল হস্তই দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বলরাম-ভাবে 'বারুণী' প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরে সকলে যুক্তিপূর্বক গঙ্গাজল প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুও তাহা কাদম্বরী-জ্ঞানে পান করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর তাৎকালিক ভাবের প্রীত্যর্থ বলদেব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু 'নাড়া', 'নাড়া' বলিয়া আহ্বান করিতে থাকিলে ভক্তগণ প্রভুর সম্বোধন বুঝিতে অসমর্থ হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিলেন যে, অদ্বৈত আচার্যই---'নাড়া', তিনি অদ্বৈতের হুঙ্কারে গোলোক হইতে ভূলোকে যুগধর্ম নামসঙ্কীর্তন প্রচারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যা, ধন, যশঃ, তপস্যা ও কুলমদমত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকেই তিনি ব্রহ্মাদির দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন পূর্বক নিজ চাঞ্চল্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্থির করাইয়া নিজাবাসে গমন করিলেন। ভক্তগণ স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন এবং নিশাকালে হুঙ্কারপূর্বক স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতে রামাই পণ্ডিত তদ্দর্শনে শ্রীবাসকে তাহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীবাস রামাইকে তদ্‌জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রবণ করিবামাত্র তথায় আগমন করিলেন এবং ভাঙ্গা দণ্ড তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দ ও ভক্তগণসহ গঙ্গাস্নানে গমনপূর্বক গঙ্গাতে দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। স্নানকালে নিত্যানন্দ প্রভু বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে সত্বর ব্যাসপূজা সম্পাদনার্থ স্নান সমাপন করিতে আদেশ করিলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভাগবতগণও সমাগত হইয়া কৃষ্ণকীর্তন করিতে লাগিলেন। ব্যাসপূজার

আচার্য শ্রীবাস পণ্ডিত যথাবিধি কার্যসমূহ সম্পন্ন করিয়া নিত্যানন্দ হস্তে মালা প্রদানপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণের সহিত ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতে বলিলেন নিত্যানন্দ প্রভু তাহা না করিয়া মালাহস্তে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে আহ্বানপূর্বক নিত্যানন্দের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে ব্যাসপূজা করিতে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর মস্তকোপরি মালা প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ ষড়্ভুজমূর্তি প্রকট করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ষড়্ভুজমূর্তির হস্তে শঙ্খ, চক্রাদি অস্ত্রসমূহ দর্শনপূর্বক সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে প্রবুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত কেহই প্রেমভক্তি লাভে সমর্থ নহেন। নিত্যানন্দের প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপ্রভুর ভজন করিলেও তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় হইতে পারেন না। নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের বাক্যে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ষড়্ভুজমূর্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন। সাক্ষাৎ বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ এবং নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট হইলেও প্রতি অবতারে কৃষ্ণের দাস্য শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার নিত্য স্বভাব। কৃষ্ণাবতারে বলরাম জ্যেষ্ঠ হইয়াও অন্তরে দাস্যভাব পরিত্যাগ করেন নাই। বলরাম ও নিত্যানন্দে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত মূঢ়তা ও অপরাধজনক। সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর করিলে বিষ্ণুস্থানে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদির বন্দ্য হইয়াও কমলা যেরূপ ভগবানের চরণসেবাতেই রতিবিশিষ্টা, তদ্রূপ নিত্যসেব্য-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাই সর্বশক্তিমান্ বলদেবের নিত্য স্বভাব। সেবাবিগ্রহের যশঃ কীর্তন করাই সেব্য-বিগ্রহ কৃষ্ণের নিত্য স্বভাব। পরমার্থে উভয়েই উভয়কে সর্বক্ষণ দর্শন করিলেও অবতার অনুরূপ যে সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, তাহা অচিন্ত্য। ঈশ্বরের লীলাসমূহই---বেদ। ভক্তিযোগ ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার অনুগ কতিপয় ব্যক্তি মাত্র ভগবল্লীলা-কথা অবগত আছেন। ভগবানের নিত্য সেব্য-বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ পরম জ্ঞানবন্ত, তাঁহাদের পরস্পর কলহ-লীলা কেবল কৌতুকমাত্র। তদ্দর্শনে কেহ একের পক্ষাবলম্বন-পূর্বক অন্যকে নিন্দা করিলে তাহার অধোগতি হইবে। বৈষ্ণব-হিংসার কথা দূরে থাকুক, যদি কেহ সর্বভূতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না জানিয়া জীবহিংসা করে, আর প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিষ্ণুপূজা করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল হয় এবং জীব-হিংসার জন্য অশেষ দুর্গতি লাভ ঘটে। প্রজাপীড়ন অপেক্ষা বৈষ্ণব-নিন্দায় শতগুণ অধিক পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধীর কোনকালেই মঙ্গল হয় না। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চাতে বিষ্ণুপূজা করেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্তের আদর করেন না অথবা সর্বজীব-প্রতি দয়া প্রকাশ করেন না, তাঁহারা---ভক্তাধম বা প্রাকৃত ভক্ত। ব্যাসপূজা-সমাপনান্তে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত মহামত্ত হইয়া কীর্তনে নৃত্য করিতে করিতে বিভিন্ন সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শচীমাতা বিপুল পুলকের সহিত তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া উভয়কেই নিজ তনয় বলিয়া বোধ করিলেন। ব্যাসপূজারঙ্গে দিবা অবসান হইলে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাসের নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া সকলকে নিজ হস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। ভাগবতগণ পরমানন্দে তাহা ভোজন করিলেন। শ্রীবাসের দাস-দাসীগণকেও মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-
প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী
চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ।।১।।

জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর।।২।।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ' প্রভু উদ্ধারহ দীন।।৩।।

নিত্যানন্দসহ ভক্তগণের কৃষ্ণকথা-রসে বিহ্বলতা—

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে।।৪।।
সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার।।৫।।
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি'।
বহয়ে আনন্দধারা সবাকার-আঁখি।।৬।।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দের নিকট ব্যাসপূজার প্রস্তাব—

দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর।।৭।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস-পূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞি?৮।।
কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল, যারে লয় মন।।"৯।।

নিত্যানন্দের উত্তর—

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি' আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত।।১০।।
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনার ঘর।।১১।।

স্বভবনে ব্যাসপূজায় শ্রীবাসের আগ্রহ—

শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর।।"১২।।
পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব-ঘরেই আমার।।১৩।।
বস্ত্র, মুদ্‌গ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান।।১৪।।
পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব।।"১৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

অন্বয়। নবদ্বীপ-নবপ্রদীপপ্রভাবঃ (নবপ্রদীপস্য নূতনদীপস্য প্রভাব ইতি নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, নবদ্বীপস্য তদাখ্যধাম্নো নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, তদ্ধাম্নো নূতনোজ্জ্বলদীপস্বরূপ ইত্যর্থঃ, যদ্বা নবসংখ্যক-দ্বীপাত্মকস্য ধাম্নো নবসু দ্বীপেষু নবসংখ্যকপ্রদীপপ্রভাবো নবসংখ্যক-দীপ-স্বরূপ ইত্যর্থঃ) পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ (পাষণ্ডা নাস্তিকা দুর্জনা গজাঃ ইবা তেষাং দলেন একঃ প্রধানোঽদ্বিতীয়ো বা সিংহস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী (স্বনাম্নাং 'হরেকৃষ্ণ' ইতি ষোড়শস্বনাম্নাং সংখ্যয়া সংখ্যাক্রমেণ জপঃ তস্য সূত্রং জপসংখ্যারক্ষার্থং মালিকাসূত্রং গ্রন্থিসূত্রং বা তৎ ধরতি যঃ স এবম্বিধঃ) চৈতন্যচন্দ্রঃ (অস্যাং নবদ্বীপলীলায়াং চৈতন্যনাম্না প্রসিদ্ধোঽবতারী) ভগবান্ মুরারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জয় (বিজয়তামিত্যর্থঃ)।।১।।

অনুবাদ। যিনি নবদ্বীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, যিনি পাষণ্ডরূপ কুঞ্জরগণের দমনে অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ এবং যিনি "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নিজনামসমূহের জপ-সংখ্যা রক্ষার নিমিত্ত সংখ্যানির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যচন্দ্র নামক ভগবান্ মুরারি জয়যুক্ত হউন।।১।।

"যাহারা ভক্তিহীন, সেই সকল অজ্ঞান অভক্তগণকে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সংসার-সুখভোগ হইতে উদ্ধার কর।" ——শ্রীঅদ্বৈতের এই বাসনানুসারে জগতে ভক্তিপ্রচারের জন্য ভগবান্ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সেবাই তাঁহার জীবোদ্ধারের নিমিত্ত প্রপঞ্চে আগমনের কারণ, সুতরাং অদ্বৈতের প্রার্থনার পূরণসূত্রে গৌরসুন্দর তাঁহার অধীন।

তথ্য। "প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-সাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।।"——(চৈতন্যচন্দ্রামৃতে)।।৩।।

ব্যাসপূজা,——সম্বিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত বেদ ভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্রস্বরূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যে কালে নির্বিশেষ বিচারে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম পরিহাস করেন। জড়বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে

শ্রীবাসবচনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের প্রীতি—

প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে।।১৬।।

গণসহ মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে গমন—

বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন শ্রীপাদ গোঁসাই।।
শুভ কর, সবে পণ্ডিতের ঘর যাই।।"১৭।।

স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত আনয়ন করে। নির্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্মের মূলপ্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যেসকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বনপূর্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে 'স্বগত-সজাতীয়বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দতীর্থ শ্রীব্যাসাধস্তনগণের সর্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মধ্ব-পারম্পর্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন, যে মূহূর্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মূহূর্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজনক হইয়া আচার্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্যাবর্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই----যতিধর্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্বিশেষ-বাদি-নির্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতেই গুর্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু পূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্বগুরু শ্রীল ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,----'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।' পরম-কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা,----যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের নিমিত্ত ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।।৮।।

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিব্রাজকের আশ্রিত এবং শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুগত-লীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি যতির (তীর্থের) ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যেক পূর্ণিমায় ক্ষৌর-বিধানানন্তর যতিকৃত্য-বিচারে ব্যাসপূজার দিন আগত হইয়াছে জানিতে পরিলেন। শ্রীমহাপ্রভু পূর্ণিমা আগত দেখিয়া, নিত্যানন্দপ্রভু কোথায় ব্যাসপূজা করিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরই পূর্ণিমা মুখে যতি-কৃত্যের অন্তর্গত ব্যাসপূজা। 'শ্রীব্যাসপূজা' শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপাদ যতিবরের সেবক-লীলাভিনয়সূত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান-লীলায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচারী নামে আমরা 'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। পূর্বকাল হইতেই 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'----এই যতিদ্বয়ের ব্রহ্মচারিগণ 'স্বরূপ'----সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।।১০।।

আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই' করিলা গমনে।।১৮।।
সর্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি' যেন গোকুলকিঙ্কর।।১৯।।
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে।।২০।।

আপ্তগণ ব্যতীত অন্যের প্রবেশ-রোধার্থ প্রভু-আজ্ঞায় দ্বাররোধ—

কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়।।২১।।

ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্তনানন্দ—

কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর।।২২।।
ব্যাস-পূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেড়ি গায় ভক্তগণ।।২৩।।
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি' নাচে এক ঠাঞি।।২৪।।
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জন।
কেহ বা মূর্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন।।২৫।।
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত।।২৬।।
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি' করয়ে ক্রন্দন।।২৭।।
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়।।২৮।।
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায়।।২৯।।
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায়।।৩০।।
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্তনে বিহরে।।৩১।।
'বোল, বোল' বলি' ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব-কলেবর।।৩২।।
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই' অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ সাগর-মাঝে ভাসে।।৩৩।।
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর।।৩৪।।
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে।।৩৫।।
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত।।৩৬।।

নিজপ্রকাশবিগ্রহ বলদেবতত্ত্বের লীলা-প্রদর্শনোদ্দেশে মহাপ্রভুর বলরাম-ভাবে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ—

নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর।।৩৭।।

বামনার ঘর শ্রীবাসের বাটী (বাড়ী, গৃহ)।।১১।।

বিবিধ যতি-সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারেই শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজা করিবেন, স্থির হইয়াছিল।।১৫।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীবাসের গৃহে তখন প্রভুর অনুগত জনগণ ব্যতীত অন্য কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সকল অনুষ্ঠানই কীর্তনমুখে সাধিত হয়। তজ্জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দর্শন করিবার যাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহাদিগের প্রতিবন্ধক স্বরূপ দ্বারে অর্গল প্রদত্ত হইয়াছিল।।২১।।

শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব সময়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক ব্যতীত ব্যাসপূজার অধিবাসে কাহাকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যখন ভক্তগণ উচ্চরবে কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তখন বহির্জগতের যাবতীয় চিন্তা এবং প্রতীতি বিদূরিত হইল।।২২।।

মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
'মদ আন মদ আন' বলি' ঘন ডাকে।।৩৮।।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে হল-মুষল প্রার্থনা ও নিত্যানন্দের তৎপ্রদান—

নিত্যানন্দ-প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ' মোরে হল-মুষল সত্বর।।৩৯।।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি' লৈলা গৌরচন্দ্র।।৪০।।

কাহারও কাহারও হল-মুষল প্রত্যক্ষ দর্শন, কাহারও বা শূন্যহস্ত আদান-প্রদান-দর্শন—

কর দেখে কেহ, আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে।।৪১।।

ব্যাসপূজা হইবে, সেইজন্য ভক্তগণের উল্লাসময় কীর্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীর্তনমুখে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।।২৩।।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়েই নিত্যকাল পরস্পর প্রীতিসম্বন্ধে আবদ্ধ। একে অন্যের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া উন্মত্তভাবে একস্থানে নৃত্য করেন। ভগবান্----সেবকধ্যানরত, ভক্তও----সেব্য-ধ্যানরত। এই 'ধ্যান'-শব্দ কেবল জড়চিন্তাপর নহে। চিন্ময় অনুশীলনকে 'ধ্যান'-শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয় অর্থাৎ তাহাতে জড়-স্থূল-ভাব-রহিত হইয়া কেবল চিদ্বিলাস অবস্থান করে। যেরূপ জড়েন্দ্রিয়-সমূহ তাহাদিগের আকর-বস্তু মনের সেবা করিবার উদ্দেশে স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্মভাবে বস্তু-বিষয়ক ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া জড়ের স্থৌল্য সূক্ষ্মতায় পর্যবসিত করে, সেইরূপ জড়ের স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগগণ কামনা পরিহার করিয়া নিত্য চিন্ময় বস্তুর কেবল-কাম হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য জগতে অবতীর্ণ হয়। জগৎ হইতে উদ্ভূতকাম অবতীর্ণ-চিন্ময় কাম হইতে ভিন্ন।।২৪।।

বদ্ধজীবের হৃদ্দেশে চেতনের উন্মেষক্রমে আঙ্গিক বিকারসমূহ উৎপত্তি লাভ করে। সেইকালে তাহার জাগতিক প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-রঙ্গ বাহ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই অভিনয়ের আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রকৃতির অতীততত্ত্ববস্তু চতুর্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দর সগোষ্ঠী প্রেমরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়াবদ্ধ জীবের অজ্ঞানতমঃ-অপনোদন-কল্পে যে লোকাতীত লীলা প্রপঞ্চে প্রকট করেন, তাহাতে প্রাকৃত বদ্ধভাব আরোপ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। মায়াবদ্ধজীব সাধনদশায় অবস্থিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বের গৌরবলীলা বুঝিতে সমর্থ হয় না।।২৫।।

সাধারণ জগতে জড়াহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া এক ব্যক্তি অপরের চরণ স্পর্শ করিলে তিনি তাহাতে গর্বিত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবে এ প্রকার জড়াহঙ্কার না থাকায় তাঁহারা পরস্পরের চরণ স্পর্শ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। বৈষ্ণবগণের অলৌকিক কৌশল সাধারণ অহঙ্কারপর মানবের বোধ্য-বিষয় নহে।।২৮।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই সমগ্র জগতের ধারণকর্তা। জগতের অভ্যন্তরস্থিত সৃষ্ট মানব কি প্রকারে সমগ্র জগতের ধারণকারিগণকে ধারণ করিবেন?৩১।।

চিরদিন----নিত্যকাল। জড় জগতের প্রতীতি-মধ্যে তাপত্রয় বর্তমান। চিদ্বিলাস-রাজ্যের অস্মিতায় নিত্য নব-নবায়মান আনন্দোচ্ছাস।।৩৩।।

যদিও বিশ্বম্ভর বলদেবতত্ত্ব নহেন, তথাপি তাঁহার প্রকাশস্বরূপ বলদেবের ভাব গ্রহণ করিয়া পালঙ্কোপরি উঠিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ----বলদেবতত্ত্ব। বলদেবতত্ত্বে যে লীলাসমূহ বর্তমান, তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলদেবের ভাবে বিভাবিত হইবার লীলা দেখাইলেন।।৩৭।।

শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা লাভ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীহস্তদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে তাঁহার প্রার্থিত হল-মূষলাদি প্রদান করিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও স্বহস্ত পাতিয়া সেইগুলি গ্রহণ করিলেন।।৪০।।

কোন কোন দর্শক হল-মূষলাদি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন না করিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের হস্তে আদান-প্রদান দেখিলেন অথবা কেবলমাত্র হস্ত দর্শন করিলেন। আবার কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষ হল-মূষলাদিও দর্শন করিলেন।।৪১।।

প্রভু-কৃপায়ই প্রভুতত্ত্ব-জ্ঞান—

যারে কৃপা করে, সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে।।৪২।।
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব-জন-স্থানে।।৪৩।।

মহাপ্রভুর বারুণী-প্রার্থনা ও ভক্ত-প্রদত্ত গঙ্গাজল-পানে কাদম্বরী-জ্ঞান—

নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া।
'বারুণী' 'বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হঞা।।৪৪।।
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায়।।৪৫।।
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া।।৪৬।।
সর্বগণে দেয় জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে, হেন জ্ঞান।।৪৭।।

ভক্তগণের রাম-স্তুতি-পাঠ, মহাপ্রভুর 'নাড়া' 'নাড়া' রব এবং ভক্তগণের জিজ্ঞাসাক্রমে 'নাড়া'র সংজ্ঞা-নির্দেশমুখে নিজ অবতার-মর্ম প্রকাশ—

চতুর্দিকে রাম-স্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
'নাড়া', 'নাড়া', 'নাড়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ।।৪৮।।
সঘনে ঢুলায় শির, 'নাড়া' 'নাড়া' বলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে।।৪৯।।
সবে বলিলেন,—"প্রভু, 'নাড়া' বল কারে?"
প্রভু বলে,—"আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে।।৫০।।
'অদ্বৈত আচার্য' বলি' কথা কহ যা'র।
সেই 'নাড়া' লাগি' মোর এই অবতার।।৫১।।
মোহারে আনিলা 'নাড়া' বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈঞা।।৫২।।
সংকীর্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন-পরচার।।৫৩।।

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে প্রেম প্রদানে প্রভুর প্রতিশ্রুতি—

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে।।৫৪।।
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ।।"৫৫।।

মহাপ্রভুর বাহ্যপ্রাপ্তি, ভক্তগণকে আলিঙ্গন ও অপরাধ-ক্ষমাপন-লীলা-দর্শনে ভক্তগণের হাস্য এবং নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ—

শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্বভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন।।৫৬।।

তথ্য। "পশ্যমানোঽপি তু হরিং ন তু বেত্তি কথঞ্চন। বেত্তি কিঞ্চিৎ প্রসাদেন হরেরথ গুরোস্তথা।।"(---ব্রহ্মতর্কে)। "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।" (---ভাঃ ১০।১৪।২৯)।

চক্ষুর্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ। সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্মুখাঃ।। (----পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ৫০ অঃ)।।৪২।।

নিত্যানন্দের নিকট হইতে গৌরচন্দ্র বলদেবের হল-মূষলাদি লইয়া 'বারুণী', 'বারুণী' প্রভৃতি উচ্চরবে 'মদ্য' চাহিতে লাগিলেন। নিকটস্থ শ্রোতৃবর্গ 'মদ্য', 'বারুণী' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কোন্ দ্রব্য আনিতে হইবে, বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরচন্দ্র কেনই বা নিত্যানন্দের নিকট মদ্য প্রার্থনা করিতেছেন ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তত্রস্থ ভক্তগণ একে অন্যের দিকে বিষ্ময়ান্বিত হইয়া চাহিতে লাগিলেন।।৪৪-৪৫।।

কাদম্বরী---(কু (নীল) হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার, কদম্বর (বলরাম) + ষ্ণ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্) গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্য।।৪৭।।

রামস্তুতি,---বলরামের স্তব। নাড়া,---মধ্য ২।২৬৪ সংখ্যার গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৪৮।।

সন্দর্ভ,---তথ্য, গূঢ়ার্থ, রহস্য। "গূঢ়ার্থশ্চ প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ।।"৪৯।।

তথ্য। "স্বর্ণগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোত-তীরসম্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে।।" (---সৌরপুরাণ)। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (ভাঃ ১১।৫।৩২)।।৫৩।।

'কি চাঞ্চল্য করিলাঙ'—প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তসব বলে,—"কিছু উপাধিক নয়"।।৫৭।।
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্বক্ষণ'।।৫৮।।
হাসে সর্বভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়।।৫৯।।
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'।।৬০।।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব-কলেবর।।৬১।।
কোথায় থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডল।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি-মূল।।৬২।।
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির।।৬৩।।

মহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের স্থৈর্য—

চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ-মত্তসিংহ আর নাহি জানে।।৬৪।।
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ বাস।।৬৫।।

নিত্যানন্দের ভাবাবেশে নিজদণ্ড-কমণ্ডলু-ভঙ্গ—

ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে।।৬৬।।
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজদণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।।৬৭।।

বিদ্যামদ, ধনমদ, কূলমদ, জ্ঞানমদ, তপোমদগ্রস্থ ব্যক্তিগণের ভগবদ্ভক্তের নিকট অপরাধ থাকে। ইহারা বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী নহে। ব্রহ্মাদির লভ্য ভগবৎপ্রেম আমি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপবাসী প্রত্যেক জনকে প্রদান করিব। মানবগণ অপেক্ষা দেবগণ ভগবানের অধিক প্রিয়। প্রাপঞ্চিক অধিকারসমূহ দেবগণের স্বরূপগত পরিচয় নহে। সকল দেবই ভগবদারাধনা করেন এবং তাঁহাদের ভগবদ্বিষয়ে প্রীতির তারতম্যানুসারে বরাবরতা নির্ভর করে। লক্ষ্মীদেবী হইতে শ্রীসম্প্রদায়, চতুর্মুখ হইতে ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়, রুদ্রদেব হইতে বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে । এই সাম্প্রদায়িক আচার্য দেবগণ কেবলমাত্র আধিকারিক পরিচয়ে ভগবদ্‌ভক্ত নহেন। আদিগুরুর কার্য করিতে গিয়া তাঁহাদের ভগবদুপসনার কথা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধে আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টি অনুসারে তাঁহারা জড়ভোগের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও অবিমিশ্র হরি-সেবাই তাঁহাদের নিত্যধর্ম। "জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।"—শ্রীকুন্তীদেবীর এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, 'জন্ম'-শব্দে কূল, 'ঐশ্বর্য' শব্দে ধন 'শ্রুত'-শব্দে জ্ঞান, বিদ্যা ও তপস্যা এবং 'শ্রী' শব্দে বিদ্যা, ধন, কূল, জ্ঞান, তপস্যা-মদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীহরিকীর্তন-প্রভাবে প্রেমভক্তি লভ্য হয়। সুতরাং যাঁহাদের জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত ও শ্রী-মদ প্রবল, তাঁহারা ভগবান্‌কে ভগবানের আশ্রয়গ্রহণোদ্দেশে ডাকিতে রুচিবিশিষ্ট না হওয়ায় তাঁহাদের প্রেমভক্তি লভ্য হয় না, পরন্তু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের মদ-রিপুর বশবর্তিতা অভাবে কৃষ্ণকীর্তনে স্বাভাবিক রুচি। বিদ্যাদি-মদগ্রস্থ জনের বৈষ্ণবের চরণে স্বাভাবিক অপরাধ নৈসর্গিক ধর্মে লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাদির ভোগই----প্রেমযোগ।।"৫৪-৫৫।।

শ্রীগৌরহরি এই সকল কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গের অধিকার বিবেচনাপূর্বক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,----"আমার উক্তিতে কি ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে?" ভক্তগণ তদুত্তরে বলিলেন,---"তোমার কথায় স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধি-সম্বন্ধীয় কোন অব্যস্তব কথা অভিব্যক্ত হয় নাই। জীবমাত্রেই ব্যবহারিক স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক দৃশ্যজগতের ক্ষণভঙ্গুর বাক্য লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তোমার কথা নিত্যজ্ঞানানন্দপ্রদ, উপাধিবর্জিত, বাস্তবসত্য।।৫৭।।

'শেষ'-নামক বিষ্ণু যাঁহার বিকলাস্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ প্রভুকেই এখানে 'শেষ'-আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে অংশীতে অংশের অবস্থান বলিয়া অথবা অংশী ও অংশ উভয়ে বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'শেষ' আখ্যায় আখ্যায়িত করায় কোন প্রকার তত্ত্ব-বিরোধ হয় নাই। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে।। সেই ত অনন্ত যাঁ'র কহি এক কলা। হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর লীলা।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২৪-১২৫)।।৬০।।

ঈশ্বরের চরিত্র অন্যের দুর্জ্ঞেয়—

কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু-দণ্ড।।৬৮।।
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত।।৬৯।।

নিত্যানন্দের লীলা-জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভু-সমীপে শ্রীবাসের রামাইকে প্রেরণ—

পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন,—"যাও ঠাকুরের স্থানে"।।৭০।।

রামাই-মুখে দণ্ড-কমণ্ডলু-ভঙ্গ-ব্যাপার-শ্রবণে মহাপ্রভুর আগমন, নিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন ও দণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ—

রামাইর মুখে শুনি' আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর।।৭১।।
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈঞা।।৭২।।
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে।।৭৩।।

নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য—

চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জন।।৭৪।।
কুম্ভীর দেখিয়া তা'রে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'।।৭৫।।
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির।।৭৬।।

ব্যাস-পূজনার্থ মহাপ্রভুর নিতাইকে আদেশ—

নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস-পূজা আসি' ঝাট করহ সত্বর।।"৭৭।।

প্রভুবাক্যে নিত্যানন্দের মহাপ্রভু-সহ প্রত্যাবর্তন এবং ভক্তগণের কীর্তন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি' গৃহে আইলেন প্রভু-সনে।।৭৮।।
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করিছে কীর্তন।।৭৯।।

ব্যাসপূজার আচার্য শ্রীবাস-কর্তৃক সর্বকার্য-সম্পাদন—

শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব-কার্য।।৮০।।
মধুর মধুর সবে করেন কীর্তন।
শ্রীবাস-মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন।।৮১।।
সর্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য যে বিধিবোধিত।।৮২।।

বচনাঙ্কুশ—মত্তহস্তীর নিয়ামক লৌহদণ্ডকে 'অঙ্কুশ' বলে। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যরূপ লৌহ-দণ্ড জীবের মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সংশোধক বলিয়া 'বচনাঙ্কুশ'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।৬৪।।

যতি ও ব্রহ্মচারীর ব্যবহার্য কমণ্ডলু—জলভাজন গৃহস্থগণের বহু পাত্র থাকায় তাঁহাদের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে বিভিন্ন পাত্রসমূহ আছে। যতিগণের একমাত্র পাত্র—কমণ্ডলু। তদ্দ্বারাই সকল শ্রেণীর কার্য তাঁহাদের নির্বাহ করিতে হয়। অলাবু—'যতি-পাত্র' বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে। ব্রহ্মচারিগণেরও যতিসেবা বিহিত হওয়ায় গুরুর কমণ্ডলু-বহনরূপ কার্য আছে। গৃহস্থ অধ্যাপকের নিকট উপকুর্বাণ-ব্রহ্মচারী আশ্রম-বিশেষে বাস করেন। ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর যতি-পাত্র কমণ্ডলু বহন করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ কোন মতে শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের সহিত ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার কমণ্ডলু ও ব্রহ্মচারীর দণ্ড (খদির-পলাশ-বংশের অন্যতম) ছিল, কোন মতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ব্রহ্মচারীরূপে প্রভু নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে 'তীর্থ ও আশ্রম'-নামক সন্ন্যাসীগণের ব্রহ্মচারীকে 'স্বরূপ'-শব্দে আখ্যাত করা হয়। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী-সম্প্রদায়ের যতিগণের ব্রহ্মচারী 'চৈতন্য'-শব্দে অভিহিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্রহ্মচারী-আখ্যা—'স্বরূপ' ছিল। তাহা হইতেই তীর্থের ব্রহ্মচারী বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে 'মাধবেন্দ্রপুরীর অনুগ' বলিবার পরিবর্তে 'লক্ষ্মীপতি-তীর্থের অনুগ' বলিয়া বিচার করেন। দণ্ড—একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড ভেদে দ্বিবিধ। (আঃ ১।৫৭ এবং ২।১৬২ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ হস্তে মালা-প্রদান ও ব্যাসকে নমস্কারার্থ অনুরোধ—

দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা।।৮৩।।
''শুন শুন নিত্যানন্দ, এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর'।।৮৪।।
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা।।''৮৫।।

নিত্যানন্দের দুর্জ্ঞেয় ভাব ও চতুর্দিকে নিরীক্ষণ—

যত শুনে নিত্যানন্দ-করে, 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয়।।৮৬।।
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি' পুনঃ চারি দিকে চায়।।৮৭।।

মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাসের নিত্যানন্দ ব্যবহার-কথন, মহাপ্রভুর নিতাই-সমীপে আগমন ও নিত্যানন্দের ব্যাসাবতারী গৌরমস্তকে মালা-প্রদান—

প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
''না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।।''৮৮।।
শ্রীবাসের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর।।৮৯।।
প্রভু বলে,—''নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন।।''৯০।।
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি' দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর।।৯১।।

বিশ্বম্ভরের ষড়্ভুজ প্রদর্শন; তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছালীলা এবং ভীত ভক্তগণের কৃষ্ণস্মরণ—

চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল।।৯২।।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল।।৯৩।।
ষড়্ভুজ দেখি' মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু-মাত্র নাই।।৯৪।।
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
''রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ'', করেন স্মরণ।।৯৫।।
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেই' ঘন বিশাল গর্জন।।৯৬।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বীয় দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্যাসপূজার পূর্বেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পূর্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রেম-বিকারে বৈধী ভক্তির উদাপান-সমূহ ও বাহ্যনিষ্ঠা ত্যক্ত হয়। তাই বলিয়া বিশৃঙ্খলতা-সাধনকল্পে 'এ চড়ে পাকা' হইলে রসিক নামে পরিচয় পাইতে বাধা হয়।।৬৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজ কমণ্ডলু ও দণ্ড কোন্ উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তাহা বিচার করিতে গিয়া অনেকের হৃদয়ে অনেক প্রকার ধারণার উদয় হয়। সেই সকল আধ্যক্ষিক ধারণার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্যের কতদূর সঙ্গতি আছে, তাহাই বিচার্য। কেহ বলেন----ভগবদুপাসনায় বিধি-চিহ্ন প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই। রাগের পথে ঐগুলি অন্তরায় মাত্র। অপর পক্ষ বলেন, রাগপথের অন্তরায় জানিয়া অনধিকারীর বিধিভঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ''শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।।'' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় অবধূত পরমহংসের বৈধ যতির ব্রহ্মচারী-চিহ্ন জগতের খর্বদর্শনে নানাপ্রকার ভক্তিবাধক ধারণা উৎপন্ন করিবে, এজন্য বর্ণাশ্রমের বিধি সমূহের অতীত প্রভু নিত্যানন্দের এই সকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা জড়াভিনিবেশ-বশতঃ আনুকরণিক-সূত্রে কৃত্রিমতাবলম্বনে নিজ মহিমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অধিকার-বহির্ভূত কার্য করিবেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সকল অনধিকারীই কিছু অধিকারী নহে। ''নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।'' (---ভাঃ ১০।৩৩।৩০) প্রভৃতি উপদেশের যেন অনাদর না হয়। ''কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।।' (----শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২১)।।৬৮।।

'ঠাকুরের স্থানে'----শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট।।৭০।।

মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ-স্বরূপের দণ্ড গঙ্গায় প্রক্ষেপ করিলেন।।৭৩।।

মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের চৈতন্য-সম্পাদন-মুখে
নিত্যানন্দের অবতার-মর্ম-প্রকাশ—

মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া।।৯৭।।
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ, স্থির কর চিত।
সংকীর্তন শুনহ তোমার সমীহিত।।৯৮।।
যে কীর্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর?৯৯।।

প্রেমভক্তির একমাত্র ভাণ্ডারী নিত্যানন্দ প্রভু—

তোমার সে প্রেম-ভক্তি, তুমি প্রেমময়।
বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয়।।১০০।।
আপনা সম্বরি' উঠ, নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ।।১০১।।

নিত্যানন্দবিরোধী গৌর-প্রিয় নহে—

তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে।।"১০২।।

নিত্যানন্দের চৈতন্য-প্রাপ্তি ও ষড়্‌ভুজ-দর্শনে আনন্দ—

পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্‌ভুজ দর্শনে।।১০৩।।

ষড়্‌ভুজাদি-দর্শনে নিত্যানন্দের বিস্ময়ের রহস্য—

যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ।।১০৪।।
ছয়ভুজদৃষ্টি তানে কোন্ অদ্‌ভুত।
অবতার-অনুরূপ সব কৌতুক।।১০৫।।
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইলা।।১০৬।।

শ্রীবাস-পণ্ডিত ব্যাস-পূজনে পৌরোহিত্য করিলেন। বিধিসঙ্গত সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। শ্রীবাস-পণ্ডিত সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গৃহ----সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। তথায় প্রচুর পরিমাণে কীর্তন হইয়াছিল।।৮২।।

শ্রীবাস-পণ্ডিত সৌগন্ধযুক্ত বনফুলের মালিকা নিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া ব্যাসকে নমস্কার করিতে বলিলেন।।৮৪।।

শ্রীবাসের বাক্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রবুদ্ধ না হইয়া অস্ফুটস্বরে মালা হাতে করিয়া কিছু বলিতে বলিতে চারিদিকে চাহিলেন। শ্রীব্যাসের উদ্দেশে নমস্কার বা মালিকা প্রদান না করায় নিত্যানন্দের এতাদৃশ ব্যবহার শ্রীবাস মহাপ্রভুর নিকট অবগত করাইলে মহাপ্রভু মালা-দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা করিবার জন্য নিত্যানন্দপ্রভুকে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মস্তকের উপরে নিত্যানন্দকে মালা তুলিয়া দিতে দেখিলেন। শ্রীব্যাস যাঁহার আবেশাবতার, সেই মূল বস্তুকে মাল্য প্রদান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজার সমাধান হইল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবে স্বীয় প্রকাশাবতারসমূহ, শক্তি ও ভক্ত----সকল তত্ত্বই সমাহিত আছে। সুতরাং "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোকের তাৎপর্যানুসারে এবং "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং" শ্লোকের বিচারমতে এই মূল আকর বস্তু শ্রীচৈতন্যদেবের পূজাতে সকল গুরুর পূজাই হইয়া যায়। শ্রীগুরুপারম্পর্য-বর্ণনেও শাস্ত্র বলেন,----"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।। অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্। শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্'ক্রমাদ্বয়ম্।। পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ। তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।।"৯১।।

শ্রীচৈতন্যদেব শোভমানা মালিকা ধারণ করিয়া নিজ ভূজষট্ক প্রদর্শন করিলেন। সেই ছয়টা হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ,পদ্ম, শ্রীহল ও মূষল প্রদর্শন করায় নিত্যানন্দ প্রেমবিহ্বলিত হইয়া মূর্ছিত হইলেন।।৯৩।।

শ্রীগৌরসুন্দরের ষড় ভুজ দর্শন করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ মূর্ছিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে হস্ত-দ্বারা উত্তোলনপূর্বক বলিলেন, "স্থিরচিত্ত হইয়া তোমার প্রবর্তিত সঙ্কীর্তন শ্রবণ কর।।"৯৭-৯৮।।

ইহজগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তুমি সেই কথা কীর্তন করিতে ও করাইতে গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই কার্য এক্ষণে সিদ্ধিলাভ করিল, তোমার আর কি প্রার্থনা আছে?।।৯৯।।

তুমি ভগবানের সর্বপ্রধান ভক্ত মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তোমাকে ছাড়িয়া কেহই ভগবানের সেবা লাভ করিতে সমর্থ নহে। প্রেমভক্তি তোমারই সম্পত্তি, তুমি সাক্ষাৎ সেবাবিগ্রহ।।১০০।।

সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদ্‌ভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক।।১০৭।।

নিত্য গৌরকৃষ্ণ-দাস্যই—বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দের নিত্য স্বভাব—

নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্বথা।
তিলার্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা।।১০৮।।
লক্ষণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতাবল্লভের দাস্য মন-প্রাণ-ধন।।১০৯।।
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ।।১১০।।
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময়।।১১১।।
সর্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখনো অনন্তরূপ 'সত্য' বেদে কয়।।১১২।।
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম-দাস্যভাবে অনুরাগ।।১১৩।।

তুমি প্রেমভক্তিবিহ্বলিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছ। এক্ষণে ঐপ্রকার চিত্তবৃত্তি সম্বরণ করিয়া যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তদনুরূপ প্রেম বিতরণ কর। তোমার নিজ অনুগত জনের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত কর।।১০১।।

হে নিত্যানন্দ, তোমার প্রতি যাহার অতি সামান্যমাত্র বিরাগ আছে এবং তদ্বশবর্তী হইয়া তোমার সেবায় বিদ্বেষবুদ্ধি করে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আমাকেও ভজন করে, তাহা হইলেও ঐরূপ ব্যক্তিকে আমি কখনও আদর করিতে পারি না।।১০২।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের চৈতন্যোদয় হইল তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্ ভুজ দর্শন করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন।।১০৩।।

যে অনন্তদেবের হৃদয়ে গৌরচন্দ্র বাস করেন, সেই প্রভু অনন্তদেবই----'নিত্যানন্দ'। ইহাতে বিস্মিত হইবার বা সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নিঃসন্দেহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'বলরাম' বলিয়া জান।।১০৪।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্ ভুজ মূর্তিদর্শন আর আশ্চর্যের কথা কি? গৌরলীলার প্রয়োজনীয়তানুসারে এই সকল কৌতূহল-পূর্ণ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দর----অবতারী তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাতে প্রকাশতত্ত্বের হল-মূষল এবং বিষ্ণু-বিগ্রহের অস্ত্র-চতুষ্টয় ভূজষট্‌কে ধারণ কিছু বিচিত্র নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই আকর বিষ্ণুবস্তুতে তদন্তর্ভুক্ত স্ব-স্বরূপে হল-মূষল ও শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র-চতুষ্টয় দর্শন করিতে সমর্থ। এ জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'কৃষ্ণচৈতন্য'-সংজ্ঞায় স্বয়ংরূপ, প্রকাশ, অবতার প্রভৃতি তত্ত্ব সম্মিলিত করিয়াছেন। স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব হইতে প্রকাশ, অবতার শক্তি ভক্ত ইঁহারা পৃথক্ নহেন। ঐ সকল প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে কৃষ্ণচৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-প্রদর্শন-কল্পেই গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্ ভুজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।১০৫।।

যেরূপ রামচন্দ্র জীবিতোত্তর কালে স্বীয় পিতার পিণ্ড প্রদান করিবার সময় দশরথ স্বয়ং আসিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে পূজোচিত মাল্য-প্রদানকালে তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট ভুজষট্‌ক দেখিতে পাইলেন।।১০৬।।

যদি দশরথের রামচন্দ্র হইতে পিণ্ডগ্রহণ লোক-বোধ্য না হইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে এই ঘটনায় বিস্ময় উৎপাদিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? এ সকলই কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রীড়া।।১০৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বাভাবিক ভৃত্যলীলায় অতি সূক্ষ্ম কালের জন্যও ভগবৎসেবা-রহিত ভাব নাই। তিনি নিরন্তর গৌরসুন্দরের সর্বতোভাবে দাস্য ব্যতীত আর কোন চেষ্টা করেন না। "ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।।" (----চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০)।।১০৮।।

যেরূপ সীতা-বল্লভ রামচন্দ্রের সেবায় লক্ষণের সেবা প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নৈরন্তর্য লক্ষিত হয়, সেই প্রকার ভগবান্ গৌরচন্দ্রের সেবায় নিত্যানন্দেরও সর্বলক্ষণ অপ্রতিহতা চেষ্টা।।১০৯।।

যদিও ভগবান্ বিষ্ণু অন্ত-রহিত, সকলের প্রভু এবং অপর কোন বস্তুর আশ্রয় স্বীকার করিবার অযোগ্য, তথাপি তিনি সকল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই জগতের জন্ম-স্থিতিভঙ্গের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত।।১১১।।

প্রাপঞ্চিক-দর্শনে তিনি অনন্ত-স্বরূপে আধিকারিক স্বভাব প্রদর্শন করিলেও নিরন্তর স্ব-চেষ্টায় সেব্য সেবকভাবে অবস্থিত। ভজনীয় বস্তুর ভজন-পরিত্যাগ তাঁহার নিজ স্বরূপ কখনই বিকৃত হয় না।।১১৩।।

যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে।।১১৪।।
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত, দাস্য পাইয়া।।১১৫।।
অন্ন-পানি-নিদ্রা' ছাড়ি' শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্খা না পূরে অনুক্ষণ।।১১৬।।
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে।।১১৭।।
'স্বামী' করি' শব্দে সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি।
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি।।১১৮।।
সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয়।।১১৯।।
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি।।১২০।।

সেবাবিগ্রহে অবজ্ঞাকারী বিষ্ণুস্থানে অপরাধী—

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্বথা তাহার।।১২১।।

ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি-বন্দ্য কমলার নিত্য-স্বভাব শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবা—

ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁর স্বভাব চরণসেবা-খেলা।।১২২।।

শেষদেবের স্বভাব-ধর্ম—ভগবৎসেবা—

সর্বশক্তিসমন্বিত 'শেষ' ভগবান্।
তথাপি স্বভাবধর্ম, সেবা সে তাহান।।১২৩।।

শ্রীলক্ষ্মণ পান, ভোজন, শয়ন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিলেও আশানুরূপ সেবা হইতেছে না বলিয়া মনে করেন। শ্রীরাম-সেবায় লক্ষ্মণের অকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয় না, এইরূপ বিপুল সেবাবুদ্ধি।।১১৬।।

শ্রীরামাবতারে অনুজ-সূত্রে আধ্যক্ষিক-দর্শনে সেব্য-সেবক-ভাবের বৈষম্য বিচারিত হয় না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি অগ্রজ ও পূজ্য হইয়াও নিরন্তর অনুজের ভৃত্য-বৃত্তিতে অবস্থিত ছিলেন। "কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা। পূর্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা।। বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি-রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন।। আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে। কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে।।" (----চৈঃ চঃ আদি ৫।১৩৫-১৩৭)।।১১৭।।

শ্রীবলদেব প্রভু কৃষ্ণকে 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু-শব্দে সম্বোধন করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সেই বলরামের কোন সময়েই অন্য বুদ্ধি হয় না।।১১৮।।

যে প্রভু ভগবান্‌কে 'অনন্ত' হইয়া সেবা করেন, তাঁহাকে 'নিত্যানন্দ' বলিয়া জানিবে, আর যে প্রভু সেবক-নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসেবা নিত্যকাল গ্রহণ করেন, তাঁহাকে 'মহাপ্রভু চৈতন্য' বলিয়া জানিবে (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪ দ্রষ্টব্য)।।১১৯।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই সাক্ষাৎ বলরাম। যিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে বলরাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু মনে করিবেন, তিনি মায়ামূঢ় হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছেন, জানিতে হইবে।।১২০।।

ভজনীয় বস্তুকেই 'সেব্য-বিগ্রহ' বলে। যিনি ভজনীয় বস্তুর সেবা করেন, তাঁহাকে 'সেবা-বিগ্রহ' বলে। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন---নিত্য- সেব্য-বস্তু। স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব----নিত্য-সেবক বস্তু। আলঙ্কারিকের ভাষায় কৃষ্ণকে বিষয়বিগ্রহ এবং বলদেব-প্রমুখ বস্তু ও শক্তিসমূহকে 'আশ্রয়বিগ্রহ' বা 'সেবক-বিগ্রহ' বলা হয়। যিনি সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর করিয়া সেব্যের আদর করেন, তাঁহার প্রতি সেব্য আদৌ সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁহার বিরক্তির বিষয় হইয়া ভ্রান্তদ্রষ্টা অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হন। "যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" (----আদিপুরাণ)।।১২১।।

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভু সঙ্কর্ষণও অন্যান্য বিষ্ণুমূর্তি নিত্য প্রকট করাইয়া সকলের নিকট পূজা গ্রহণ করেন তাহা হইলেও তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই কথা সমর্থনের জন্য লক্ষ্মীদেবীর উদাহরণে বলিতেছেন,----ব্রহ্মা-মহেশ্বরের পূজ্য লক্ষ্মীরও স্বাভাবিক চেষ্টায় কৃষ্ণসেবাই লক্ষিত হয়। চতুর্মুখ ও মহাকালের বন্দনীয়া এবং সকলের পূজ্যা হইয়াও লক্ষ্মীদেবী ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। "শ্রীরূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা। সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সম্মার্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ।।" (----ভাঃ ৩।১৫।২১) অর্থাৎ যে লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহ-লাভার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণও যত্ন করিয়া

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তমাহাত্ম্য-কীর্তনেই প্রীতি—

অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে।।১২৪।।
ঈশ্বরের স্বভাব—কেবল ভক্তবশ।
বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ।।১২৫।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক পুরাণপ্রমাণাবলম্বনে বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব-বর্ণন—

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাবচরিত।।১২৬।।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণ প্রমাণে।।১২৭।।

নিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমান—

নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য-মন।
"চৈতন্য-ঈশ্বর, মুঞি তাঁ'র একজন।।"১২৮।।
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁর, সেহ মোর ঈশ্বর সর্বথা।।১২৯।।
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য, পাইবেক মোরে।।"১৩০।।

থাকেন, সেই মনোহরমূর্তিধারিণী লক্ষ্মীদেবীকে চাপল্য পরিত্যাগ-পূর্বক (অথবা প্রসারিত বাহুলতা দ্বারা) মধ্যে মধ্যে শ্রীহরির সুবর্ণসংযুক্ত স্ফটিকময় ভবনে নূপুরের মন্দমধুর শব্দ করিতে করিতে হস্তধৃত লীলাকমল দ্বারা যেন ঐ গৃহের মার্জন-সেবায় নিযুক্ত বলিয়া লক্ষিত হয়। "ব্রহ্মাদয়ো বহু তিথং যদপাঙ্গমোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা।।" (----১।১৬।৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানে প্রপন্ন হইয়াও, যে কমলার কিঞ্চিৎকরুণাকটাক্ষলাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই কমলা আপনার নিবাসভূত কমলবন পরিত্যাগ করিয়া সানুরাগে (যে) শ্রীকৃষ্ণের অমল-চরণ-কমল-সৌন্দর্য অবিরত সেবা করেন।।১২২।।

শেষশায়ী ভগবান্ সমস্ত ধারণশক্তি ক্রোড়ে করিয়া সকলের বিচারে সর্বশক্তিমত্তত্ত্ব। তাঁহারও স্বাভাবিক ধর্ম---ভগবানের সেবা।--"সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'--ভক্তঅবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।।" (--চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০)।।১২৩।।

ভক্তের স্বভাব বর্ণন করিতে মহাপ্রভু সর্বাপেক্ষা সন্তোষ লাভ করেন।১২৪।।

ভগবান্ ভক্তের বশ, ইহাই তাঁহার স্বভাব। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।। ময়ি নির্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।" (----ভাঃ ৪।৯।৬৩, ৬৬) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,----হে দ্বিজ! হে মুনে! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি-পর্যন্ত-বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয়। সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" (----মাঠর-শ্রুতিবচন) অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।।১২৫।।

ভগবানের মুখে ভক্তের যশোগান শ্রবণে বিশেষত্ব আছে। বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব----পরস্পর উভয়ের স্বভাব বর্ণন করিতে প্রীতি লাভ করেন। এজন্য বেদশাস্ত্র বিষ্ণুবৈষ্ণবের স্বাভাবিক লীলা গান করেন।।১২৬।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মানসে এবং বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজপ্রভু-জ্ঞানে আপনাকে সেই প্রভুর একজন দাসবিশেষ জানিতেন। "আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।" (----চৈঃ চঃ আঃ।৫।১৩৭)।।১২৮।।

শ্রীনিত্যানন্দের মুখে 'আমার ভগবান্' এবং 'আমি ভগবানের' এই বাক্য সর্বদা বর্তমান। অন্য ইতর কথা স্থান পায় নাই।।১২৯।।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন,----শ্রীচৈতন্যদেব----প্রভু এবং আমি তাঁহার সেবক----এইরূপ স্তব যাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি আমার অনুগত ভৃত্য এবং তিনি আমাকে সেব্যরূপে লাভ করিবেন।।১৩০।।

আপনে করিয়াছেন ষড়্‌ভুজ দর্শন।
তার প্রীতে কহি তান এ সব কথন।।১৩১।।

স্বহৃদয়ে গৌরলীলাদ্রষ্টা নিতাইর বাহ্যে অবতারোচিত ক্রীড়া—

পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়।।১৩২।।
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ-খেলা।
করেন ঈশ্বরসেবা, কে বুঝিবে লীলা।।১৩৩।।

ঈশ্বর-লীলা প্রকাশ করাই বেদাদির উদ্দেশ্য—

সেহ যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায়, বর্ণে বেদে, ভারতে, পুরাণে।।১৩৪।।
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় 'বেদ'।
তাহি গায় সর্ববেদে ছাড়ি' সর্বভেদ।।১৩৫।।

ভক্তিযোগ ব্যতীত ভগবল্লীলা দুর্জ্ঞেয়—

ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন-কত গৌরচন্দ্রের কৃপায়।।১৩৬।।

বৈষ্ণবে ভেদ-দর্শনকারীর দুর্গতি লাভ—

নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল।।১৩৭।।
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি-নাশ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে, যাইবেক নাশ।।১৩৮।।

তথাহি নারদীয়ে—

"অভ্যর্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি।।"১৩৯।।

জীবহিংসকের বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল ও দুঃখজনক—

বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে।।১৪০।।
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায়, আর দুঃখে মরে।।১৪১।।

গ্রন্থকার বলিতেছেন,----শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্ ভুজ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই লীলা বর্ণন করিলে নিত্যানন্দের প্রীতি উৎপন্ন হইবে।।১৩১।।

যদিও শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের সকল লীলা হৃদয়ে দর্শন করেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও নিত্যানন্দকে তাঁহার সকল লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও প্রকাশ্যে লোক-বোধের জন্য অবতারোচিত ক্রীড়া বাহিরেও প্রদর্শন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও ভগবানের সেবা করেন, এই লীলা সাধারণের বোধগম্য নহে। নিত্যানন্দের সেবক-লীলার কথা বেদে, মহাভারতে ও পুরাণে বর্ণিত আছে।।১৩২-১৩৪।।

ভগবান্ যে-সকল কার্য করেন, সেই সকল কার্যই বেদসমূহ গান করেন। তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করাই বেদের উদ্দেশ্য। ভগবানের ক্রিয়া-কলাপই বেদপ্রতিপাদ্য সত্য। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের কথায় পার্থক্য স্থাপন করিয়া বেদে কোন কথাই গীত হয় না। অদ্বয়জ্ঞান হরির কথাই সকল বৈষম্য পরিহার করিয়া গীত হয়।।১৩৫।।

যে-সকল মনুষ্যের অনাত্ম-বৃত্তি প্রবল অর্থাৎ যাহারা মনোধর্মজীবী, সেই-সকল মানবের ভক্তির স্বরূপ বোধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, সেই কতিপয় ব্যক্তিই ভক্তিযোগে গৌরলীলা উপলব্ধি করিতে পারেন।।১৩৬।।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিত্য-শুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী। সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে যে পরস্পর মতভেদ, তাহা কেবল চমৎকারিতা-বৃদ্ধির জন্য বর্তমান। বস্তুতঃ আত্মধর্মিগণের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নাই। মনোধর্মিগণের মধ্যেই মত-ভেদ বর্তমান। আত্মধর্মিগণের মত-ভেদের আকার আত্মধর্মের বিচিত্রতা বিস্তার করে। তাহাতে জড়ীয় ভোগ ও ত্যাগ বা মিছাভক্তির কোলাহল নাই।।১৩৭।।

যাহারা এই কথা বুঝিতে না পারিয়া এক বৈষ্ণবের নিত্যশুদ্ধ-জ্ঞান আছে, অপর বৈষ্ণবের তাহা নাই; ---এই বিচার করে; তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে গূঢ়-রহস্য এই যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ভ্রান্তি বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া বিবর্ত উপস্থিত করিবে।।১৩৮।।

সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া।।১৪২।।
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়, কপালে।।১৪৩।।
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক? বুঝ ভাবি' মনে।।১৪৪।।

জীবহিংসা ও বৈষ্ণব-নিন্দায় পার্থক্য—

যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে।।১৪৫।।

প্রাকৃত-ভক্তের লক্ষণ—

শ্রদ্ধা করি' মূর্তি পূজে ভক্তে না আদরে'।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে দয়া নাহি করে।।১৪৬।।

অন্বয়। প্রতিমাসু বিষ্ণু অভ্যর্চয়িত্বা (সম্পূজ্য) জনে (জনহৃদয়স্থিতং) সর্বগতং তং এব বিষ্ণু নিন্দন্ (অবজানন্ জনঃ) হি (নূনং) দ্বিজস্য (বিপ্রস্য) পাদৌ (পাদযুগং) অভ্যর্চ্য (সম্পূজ্য পশ্চাৎ) মূর্দ্ধ্নি (তস্যৈব মস্তকে) প্রহৃত্য (প্রহারং কৃত্বা) অজ্ঞঃ বা (মূঢ় ইব স যথা নরকং যাতি তথা ইত্যর্থঃ) নরকং প্রযাতি (গচ্ছতি)।।১৩৯।।

অনুবাদ। কোন মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পদযুগল পূজা করিয়া পুনরায় তাঁহারই মস্তকে প্রহার করিলে সে যেমন নরকগামী হয়, তদ্রূপ যিনি প্রতিমাতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া নিখিলপ্রাণি-হৃদয়স্থ সেই সর্বগত বিষ্ণুরই অবজ্ঞা করেন, তিনিও নরকগামী হইয়া থাকেন।।১৩৯।।

তথ্য----ভাঃ ৩।২৯।২১-২৪ ও ১১।৫।১৪-১৫ শ্লোক আলোচ্য।।১৩৯।।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কেহ নিষ্কপটে হরিসেবারত বৈষ্ণবের হিংসা করেন, তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য, ----এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এতদ্ব্যতীত যাহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়া জীব মাত্রেরই হিংসা করে, তাহাদিগকে পীড়ন করে, তাদৃশ ব্যক্তি 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও তাহার বিষ্ণুভক্তি সেব্যবস্তুর নিকট উপনীত হইতে পারে না। তাহার বিষ্ণুপূজাও দুঃখে পরিণত হয়। জীবে দয়ার অভাব-বিশিষ্ট হইয়া দম্ভক্রমে যাহার বিষ্ণু-সেবক বলিয়া অভিমান হয়, তাহার ভক্তির পরিবর্তে ত্রিবিধ-তাপ লভ্য হয়।।১৪০-১৪১।।

প্রকৃতি-সৃষ্ট বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যে-সকল অধিষ্ঠান ভোগ্যবস্তুরূপে কল্পিত হয়, উহাই প্রাকৃত। সমগ্র জগতে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে স্থূল-পিণ্ড মহাপিণ্ডের অভ্যন্তরে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান নাই,প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে অন্তর্যামী সূত্রে ভগবদধিষ্ঠানের অভাব আছে----এইরূপ বুদ্ধিতে বিষ্ণুপূজার ছলনা বিষ্ণু-পূজা নহে, উহা প্রাকৃত মূঢ়তা মাত্র।।১৪২।।

জীব-হীংসা করিলে তদভ্যন্তরস্থিত বিষ্ণুহিংসা হইয়া যায়। যদি কেহ এক হস্তে ব্রাহ্মণের শিরোভাগে উপলখণ্ড-দ্বারা আঘাত করে এবং অপর হস্তে সেই ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালন করে, তাহা হইলে যেরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বৈষ্ণবের পূজায় উদাসীন হইয়া বিষ্ণুপূজা করিতে গেলে পূজা না হইয়া তাহাই দুঃখের কারণ হয়।।১৪০-১৪৩।।

যাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণবে বৈষম্য স্থাপন করিয়া একের পূজা, অন্যের নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের কোন কালে কোন মঙ্গল হয় নাই বা হইবে না----ইহা বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়।।১৪৪।।

মানব-মাত্রের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, আবার বৈষ্ণব সাধারণ মানবের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, তাহাতে সেবোন্মুখ হইয়া বৈষ্ণব সর্বদা বাস করেন। একজন বিষ্ণু-সেবা-নিবৃত্ত হইয়া রজস্তমোগুণে অবস্থিত, অপর বৈষ্ণব সত্ত্বগুণবিভাবিত হইয়া সর্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় প্রবৃত্ত। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বিচিত্রতার বিচার করিলে জানা যায় যে, বিষ্ণুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের হিংসা করিলে সাধারণজনের হিংসা অপেক্ষা শতগুণ পাপ বা অপরাধ উপস্থিত হয়। "নাশ্চর্যমেতদ্যদসৎসু সর্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু। শের্ষ্যং মহাপূরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্।।" (----ভাঃ ৪।৪।১৩) অর্থাৎ যাহারা জড়দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহদ্ব্যক্তিগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব অসতের মহদ্বিনিন্দাই শোভনীয়। কারণ, তদ্দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই লভ্য হইয়া থাকে। "যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য

এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার।।১৪৭।।
'বলরাম-শিব-প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে।।১৪৮।।

তথাহি ভাগবতে (১১।২।৪৭)—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।১৪৯।।
প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজদর্শনে।।১৫০।।

নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দর্শন-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে, তার বন্ধবিমোচন।।১৫১।।

বাহ্যপ্রাপ্তিতে নিত্যানন্দের প্রেমক্রন্দন—

বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল নয়নে।।১৫২।।

ব্যাসপূজান্তে গণসহ মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস—

সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্তন।।"১৫৩।।

নশ্যন্তি অর্থ-ধর্ম-যশঃ-সুতাঃ।। নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।। হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।। পূর্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ। বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্।।"(----স্কান্দে)। "জন্ম প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপা র্জিতম্। নাশায়াতি তৎ সর্বং পীড়য়েদ্যদি বৈষ্ণবান্।।"(----অমৃতসারোদ্ধারে)। "করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।। পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুজন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে।।" (দ্বারকা-মাহাত্ম্যে)। "যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্। শতজন্মার্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্।। তে পতন্তি মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতা কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্। গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্টা তদা বিদ্বান্ বিশুদ্ধ্যতি।।" (ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে)।।১৪৫।।

যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন অথচ ভগবানের সেবাকারী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের পূজা করেন না, অথবা বালিশ ভগবৎ-পূজা-রহিত নীচ ব্যক্তিকে উপদেশ-দ্বারা এবং ভগবদ্বিরোধী পাষণ্ড প্রভৃতির সঙ্গ-ত্যাগ দ্বারা দয়া করেন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র 'ভক্তিবর্জিত অধম' বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহারা রাম-উপাসক তাঁহারা যদি কার্ষ্ণগণের হিংসা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণভক্তব্রুব, তাঁহারা যদি শ্রীরাম-সীতার উপাসকদিগকে নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তপার্ষদ হইতে অপসারিত করিয়া অধম বলিয়া জানিতে হইবে। বিষ্ণু বিভিন্ন নিত্যমূর্তিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠে বাস করেন। সেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠানে বা ভক্তগণের অধিষ্ঠানে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহারা 'অধম'-শব্দ-বাচ্য। বলদেব, লক্ষ্মী, গরুড়, বায়ু, রুদ্র প্রভৃতি ভগবৎসেবকগণের যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজা সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত ভক্ত প্রাকৃত-রাজ্যে পতনযোগ্য। "অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।" বৈষ্ণবগণ সামান্য ও সাম্প্রদায়িক-ভেদে 'বিদ্ধ' ও শুদ্ধ' বৈষ্ণব-নামে আখ্যাত হন। রুদ্রদেব হইতে বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ব্রহ্মা হইতে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতে রামানুজ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং চতুঃসন হইতে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের উদ্ভব। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি পরস্পর বিবদমান ভাব লইয়া একে অপরের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহাকে কনিষ্ঠাধিকার হইতে চ্যুত হইয়া পতিত হইতে হয়। সকল দেব-দেবীই ভগবানের সেবাকার্যের ভার লইয়া নিত্য কাল যাপন করেন এবং তাঁহাদের অধিকারিক সেবাভার প্রপঞ্চে লক্ষিত হয়; তদ্দর্শনে তাঁহাদের স্বরূপগত বৈষ্ণবতা বিলুপ্ত হয় না। আধ্যক্ষিক জ্ঞানে দেবদেবীর অসম্মান করিলে বিষ্ণুভক্তি থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুবর্গকে বা দেব-দেবীকে বিষ্ণুভক্তি-রহিত জানিলে অপরাধ ঘটে। দেব-দেবীর আধিকারিক ভাবের পূজা করিয়া জীব কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইলে তদ্দারা কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। এজন্যই ঠাকুর নরোত্তম বলেন,----"হৃষীকে গেবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ত' অনন্য-ভক্তিকথা।" ভগবৎসেবায় অনন্যতা দেবদেবীর নিন্দার কারণ নহে। সকল দেবদেবীই ভগবানে আশ্রিত। সুতরাং ভগবৎসেবাপর হইলেই সকল দেব-দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত।।১৫৪।।
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই, কারো বাহ্য নাই।।১৫৫।।
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব মহাকুতূহল।।১৫৬।।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
সবেই চরণ ধরে, যে যাহার পায়।।১৫৭।।

শচীমাতার নিতাই-গৌর-দর্শনে উভয়কে নিজপুত্র-জ্ঞান—

চৈতন্য-প্রভুর মাতা-জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই।।১৫৮।।
বিশ্বম্ভর-নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
'দুই জন মোর পুত্র' হেন বাসে মনে।।১৫৯।।

ব্যাসপূজা-লীলার সূত্র মাত্র নির্দেশ—

ব্যাস-পূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার।।১৬০।।
সূত্র করি' কহি কিছু চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাহিলেই হয় হিত।।১৬১।।

ব্যাসপূজা সমাপ্তিতে কীর্তনানন্দ—

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজারঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।।১৬২।।
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন।।১৬৩।।

কোন এক দেব-দেবীর পূজা করিতে গেলে অপর দেবদেবী অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু ভগবানের পূজা করিলে সকলে তদধীন সকলেরই পূজা হইয়া যায় বৈষ্ণবের নিন্দা সাধারণ-জীব-নিন্দা অপেক্ষা শত শত গুণ পাপ বৃদ্ধি করে। সুতরাং তাদৃশ ব্যাপারে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রসর হন না।।১৪৭-১৪৮।।

অন্বয়। যঃ (গুরবে আত্মনং নিবেদ্য) হরয়ে (ভগবতে) অর্চায়াং (শ্রীবিগ্রহে) শ্রদ্ধয়াঃ (দিক্ষিতঃ সন্ মিশ্রত্বেন ভক্ত্যাভাসেন পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন) পূজাম্ ঈহতে (করোতি কিন্তু) তদ্ভক্তেষু (হরিজনেষু) পূজাং ন (ঈহতে ভক্ততারতম্যজ্ঞানাভাবাৎ) অন্যেষু চ (অভক্তেষু চ পূজাং ন ঈহতে অর্থাৎ হরিবিমুখসঙ্গং চ বর্জয়তীত্যর্থঃ) স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ (কনিষ্ঠঃ, বৈষ্ণবপ্রায়ঃ, ন তু শুদ্ধ ইত্যর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ)।।১৪৯।।

অনুবাদ। যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণপূর্বক দীক্ষিত হইয়া মিশ্র ভক্ত্যাভাস সহকারে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে শ্রীবিষ্ণুর অর্চা-মূর্তিতে পূজা করেন, ভক্ততারতম্য জ্ঞানাভাবহেতু হরিজনের পূজা করেন না; পরন্তু হরিবিমুখসঙ্গ বর্জন করিয়া থাকেন, তিনি 'প্রাকৃত', 'কনিষ্ঠ', বা 'বৈষ্ণবপ্রায়' ভক্ত-নামে কথিত হন, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন।।১৪৯।।

অধমভক্তের লক্ষণ----হরিপূজার ছলনায় ভক্তপূজাপরিহার। তাহার ফলে বিষ্ণুপূজা হইতে তাহার অবসরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যাঁহারা পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত ভগবানের পূজা করেন এবং ভক্তের পূজার মহিমা ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই উন্নত ভক্ত। তাঁহাদের পতনের সম্ভাবনা অনেক কম; যেহেতু, তাঁহারা জানেন,----"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" (----শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)।।১৫০।।

মহাপ্রভু বলিলেন,----"ভক্তরাজ শ্রীনিত্যানন্দ-কর্তৃক উপাসনান্তে ব্যাসপূজা পূর্ণতা লাভ করিল। এক্ষণে ভক্তগণ হরিকীর্তন কর।" অনেকে ব্যাসকে ভক্ত জানিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে মর্ত্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের পূজায় অমনোযোগী হন, তজ্জন্য নিত্যানন্দের শ্রীবাসাদি সকল ভক্ত-পরিকর-সমন্বিত গৌর--পূজালীলা প্রদর্শিত হইল।।১৫৩।।

বৈষ্ণবেরা পরস্পরের পদরেণু গ্রহণে স্ব-দৈন্য জ্ঞাপন করেন। সাংসারিক উচ্চাবচ বিচারে জীব অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া স্বীয় মর্যাদা-স্থাপন-মানসে অপরের নিকটে সম্মান গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব----অমানী, সুতরাং অনভিজ্ঞ সাংসারিক জনগণের ন্যায় নিজের মান সম্বর্ধনের জন্য যত্ন করেন না। তিনি সকলকে সম্মান দেন। এজন্য উচ্চাবচ-বিচার-রহিত মহাভাগবত অধিকারে আ-শ্ব-গোখর-চণ্ডাল, বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রণম্য হন। যাঁহাদের বৈষম্য-দর্শন প্রবল, তাঁহারা কখনই ব্রহ্মজ্ঞ নহেন অর্থাৎ সমগ্র অদ্বয়-জ্ঞানে অনধিকারী। প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক জড়-পরমাণুতে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত এবং তাহারাই হরি-

কীর্তনান্তে প্রভুর প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তগণের ভোজন—

এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্বগণ লৈয়া।।১৬৪।।
ঠাকুর পণ্ডিত-প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সহ আনহ সত্বর।।"১৬৫।।
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব-উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার।।১৬৬।।
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই' ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ।।১৬৭।।

ভক্তসংসর্গস্থ জনগণের ব্রহ্মাদির দুর্লভ বস্তু লাভ—

যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে।।১৬৮।।
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে।।১৬৯।।
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে।।১৭০।।
এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্বলোকে।।১৭১।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৭২।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মন্দির, একথা ত্রিগুণবিধ্বস্ত ব্রাহ্মণব্রুবগণ বুঝিতে পারেন না। বৈষ্ণবেরাই তাঁহাদিগের শ্রীগুরুদেবের স্থানে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বেদমন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" বিষম দৃষ্টিতে গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হয় না, উহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনের ফলমাত্র। মায়িক-বিচার ব্রহ্ম প্রভৃতি বৈকুণ্ঠান্তর্গত তত্ত্বের সন্ধান পায় না। মায়াবদ্ধজীব----'অবৈষ্ণব' ও মায়ামুক্ত জীব----'বৈকুণ্ঠ' বা 'বৈষ্ণব'। সুতরাং তাঁহাদের বন্ধমোক্ষের উপলব্ধি সর্বদা বর্তমান। এজন্য তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ হইয়া সর্বদা শব্দ-মুখে, গীতি-মুখে কৃষ্ণসেবা করেন।।১৫৭।।

শ্রীচৈতন্যদেবের জননী শচীদেবী সকল জগদ্‌বাসীর পূজ্যা। তিনি নির্জনে বসিয়া গৌর-নিত্যানন্দের অলৌকিক লীলাসমূহ দর্শন করিলেন এবং তদুভয়কেই পুত্র-জ্ঞান করিলেন।।১৫৮।।

শ্রীব্যাস-পূজা, আচার্য-পূজা, নর-পূজা এবং কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের পূজা করিতে গিয়া সর্বোত্তম জনগণ কৃষ্ণগীতের পূজা করিয়া সমগ্র জগতের হিতসাধন করেন।।১৬১।।

ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান অসংখ্য। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্যাসপূজা প্রকট করাইয়া ভক্তি প্রচার করিলেন।১৬৪।।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সর্বোচ্চ অধিকার লাভ করিয়া ভগবৎপ্রসাদ পাইলে কৃতার্থ হন। বৈষ্ণবের গৃহে ভৃত্যপ্রভৃতি সকলেই সেই সর্বোচ্চ জনগণের প্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ করিলেন। ব্রহ্মাদি-দুর্লভ ভগবদনুগ্রহ অপুণ্যবান্ হইয়াও ভক্ত-গৃহের সংসর্গে অবস্থিত জনগণ লাভ করিলেন।।১৬৯।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।